শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান সমান। কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সামাজিক প্রেক্ষাপট, নারী-পুরুষের বৈষম্য, পর্যাপ্ত সুযোগ ও কর্মসংস্থানের অভাব নারীসমাজের জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের অন্তরায়। এসব অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী ও জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তেমনি একটি উদ্যোগ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী। দেশের দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষিত করে আত্মকর্ম ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে শুরু হয় এ প্রশিক্ষণ একাডেমীর।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশের স্থাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে ৫১নং আইন পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করে। এরপর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষও জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীকে একত্রিত করে ১৯৮৪ সালের ১৬ জুন মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক কর্মসূচি চালু করা হয়। গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিভিত্তিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান গাজীপুর জেলার অন্তর্গত সাভার থানার জিরানী গ্রামে ৩৩ বিঘা জমি নিয়ে এ একাডেমীর যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৯৩ সাল থেকে 'গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র' শিরোনামে অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে এর প্রশিক্ষণ ও বিক্রয়লব্ধ নিজস্ব আয় দ্বারা কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেপথ্যে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নীরব

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকল্পটির নাম রাখা হয় শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী। জাতীয় মোট রাজস্বের সূচকে দেশের পোশাক শিল্প, পোল্ট্রি ফার্ম এবং কৃষি উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ কারণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রশিক্ষণের আওতায় পোল্ট্রি ও ডেয়ারি, হর্টিকালচার ও ফিশারিজ, আধুনিক গার্মেন্টস ও টেইলারিং, বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি ট্রেডে ২৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। পোল্ট্রি ও ডেয়ারি, হর্টিকালচার ও ফিশারিজ, আধুনিক গার্মেন্টেস ও টেইলারিং বিষয়ে ভর্তি হতে এসএসসি, এইচএসসি পাস ও বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে এইচএসসি/স্নাতক পাস হতে হবে।

এছাড়াও প্রতি ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থীদের জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট, সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনগত অধিকার ও অন্যান্য মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দেশের যেকোনো এলাকার ১৬-৩০ বছর বয়সের মহিলাগণ এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। বহুল প্রচারিত একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। নির্ধারিত ভর্তি ফরমে অথবা অনুরূপ সাদা কাগজে প্রার্থীদেরকে ট্রেড ভিত্তিক কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হয়। শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রতি বছর মে/জুন মাসে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও ১ জুলাই প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির জন্য নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় এবং ১ জানুয়ারি প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। প্রতি বছর এভাবে ২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়।

প্রশিক্ষণ একাডেমী কাম হোস্টেল ভবন ২১১৬ বর্গমিটার আয়তনের ওপর অবস্থিত। প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, সভাকক্ষ, পাঠাগার, কমন রুম আর ছাত্রীদের হোস্টেল সব মিলিয়ে সুন্দর ৪ তলাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী কাম হোস্টেল ভবনটি। ভবনের চারপাশের প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ সত্যই সুন্দর। এ একাডেমী আমাদের দরিদ্র দেশের অবহেলিত নারীসমাজকে আলোর পথে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

□ শান্ত আহমেদ

JAN 09 2002